লোকজ

কৃষিবার্তা

আষাঢ় ১৪২৯, জুন ২০২২

LoCOS
লোকজ

লোকজ
কৃষিবার্তা
আষাঢ় ১৪২৯, জুন ২০২২

সম্পাদকীয়

আমাদের কৃষি আজ বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসনের শিকার। এমনভাবেও বলা যায় যে, আমাদের কৃষি বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে বন্দি। কৃষির রাষ্ট্রীয় নীতি এবং যতটুকু কৃষি ও কৃষকের পক্ষে আইন আছে তা বাস্তবায়নে উদাসীনতার ফলে এই বন্দীত্ব দিন দিন বাড়ছে। আমাদের বীজ চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে এইসব কোম্পানীগুলো। প্রায় শতভাগ কীটনাশক ও হরমোন জাতীয় নানা ধরণের ঔষধপথ্য এখন এঁদের জিম্মায়। আমাদের চাষ ব্যবস্থার ৯৫ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে এঁদের নিয়ন্ত্রণে। সারে সরকারের ভর্তুতি থাকার পরও সার ও কৃষিপণ্য বাজার ব্যবস্থাপনা কীভাবে ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এক কথায় বলা যায়, আমাদের কৃষির উদ্বৃত্তায়নের ক্ষীর মধ্যস্বত্ত্বভোগী, সার-বীজ-কীটনাশকের ব্যবসায়ী ও দেশী বিদেশী কর্পোরেট হাউজ খেয়ে যাচ্ছে।

এ যাবৎকালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধান জাত ১০৮টি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ফসলের জাত ৫৪৫টি। যার অধিকাংশ ইনব্রিড। অর্থাৎ বহুজাতিক কোম্পানীর ব্যবসায়িক বা বন্ধ্যা বীজ নয়। কৃষক ইচ্ছা করলেই যা থেকে কৃষির জন্য প্রতি বছর বীজ রাখতে পারেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এই বীজ বাজারে সরবরাহ করে থাকে। যা কিনা আমাদের চাহিদার মাত্র ১৮-২০ শতাংশ পূরণ করে। সারাদেশে মাত্র ৩৪টি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বিএডিসি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। চাহিদার মাত্র ২০ ভাগ বীজ বিএডিসি উৎপাদন করতে পারে। বাজারে সরবরাহ করতে পারে আরো কম পরিমাণ বীজ। বাজারে পাওয়া যায় তারও কম পরিমাণ বীজ। বটিয়াঘাটার কৃষক বিএডিসি-র ইনব্রিড বীজ যখন বাজারে ক্রয় করতে যান, তখন তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে দেশী-বিদেশী, আমদানীকৃত, বহুজাতিক কোম্পানীর নানা জাত ও ধরণের হাইব্রিড বীজে বাজারে সয়লাব। যে কারণে আমাদের দাবী, হাইব্রিড নয়; বীজ রাখা যায়, সার-কীটনাশক কম লাগে, এমন উচ্চফলনশীল ইনব্রিড জাত উদ্ভাবন করে আমাদের চাহিদার শতভাগ সরবরাহ করা হোক।

গত কয়েক দিন আগে 'লোকজ' ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে খুলনার দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলাকে তরমুজ চাষের জন্য কৃষি অর্থনৈতিক জোন ঘোষণার দাবী জানানো হয়েছে। একই সাথে বীজের সহজলভ্যতা নিশ্চিত, নদী-খাল লিজমুক্ত ও খনন করে চাষের জন্য সেচের ব্যবস্থা, প্রকৃত তজমুজ চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অভিজ্ঞ কৃষক ও কৃষিবিদদের সহয়তায় তরমুজ চাষের গাইড লাইন তৈরি, প্রকৃত চাষীদের বিনাসুদে ঋণ দেওয়া, বীজের ও কীটনাশকের ন্যায্যমূল্যে নির্ধারণ, সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার বিক্রি এবং তরমুজ চাষের আগে মাটি পরীক্ষা ও সার সুপারিশ করার ব্যবস্থাসহ বেশ কিছু দাবী জানানো হয়। উপরোক্ত বিষয়ে নজর দিলে এই অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুনকরে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা যোগ হবে।

লোকজ-এর প্রণোদনায় এক যুগ আগে স্থানীয় কৃষক আরুণি সরকার দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় আমন ধানের ১০টি জাতকে মাদার ও ১০টি জাতকে ফাদার হিসাবে নিয়ে ইমাসকুলেশন ও পলিনেশনের মাধ্যমে ব্রিডিং করে ছয়টি জাত উদ্ভাবনে সফল হয়েছেন। কৃষকরা নতুন ধানগুলোর প্রস্তাবিত নামকরণ করেন; আলো ধান, লোকজ ধান, আরুণি ধান, গঙ্গা ধান, মৈত্রী ধান ও লক্ষীভোগ ধান। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না পেলেও আরুণির উদ্ভাবিত ধানগুলো স্থানীয় কৃষকেরা চাষাবাদ করছেন। নতুন ০৬ জাতের ধানের উদ্ভাবন বাংলাদেশের কৃষিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমরা মনে করি।

২০১৩ সাল থেকে মিজরিও-জার্মানীর সহযোগিতায় 'লোকজ' কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বাস্তবায়িত নানা ধরণের কর্মসূচির খবর নিয়ে 'লোকজ কৃষিবার্তা' প্রকাশিত হলো। এছাড়া কৃষিবার্তাটিতে কৃষি অনুপ্রেরণার স্থানীয় কিছু গল্প প্রকাশ করা হয়েছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক-গবেষক 'গৌরাঙ্গ নন্দী' ও 'বারসিক'-এর কৃষি গবেষক 'পাভেল পার্থ' লেখা দিয়ে সহায়তা করেছেন। বার্তাটি প্রকাশনায় সহায়তাকারী সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদনা
দেব প্রসাদ সরকার
পলাশ দাশ

অনুলিখন
মিলন কান্তি মণ্ডল
দিপঙ্কর কবিরাজ
বাসুদেব মল্লিক

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৪২৯, জুন ২০২২

প্রকাশনায়
লোকজ
বটিয়াঘাটা, খুলনা

মুদ্রণ
প্রিন্ট জোন, খুলনা

নতুন জাতের ধানের নেশায় আরুণি

গৌরাঙ্গ নন্দী

সারাদিন মাঠে পড়ে থেকে ধানের সবুজ পাতায় নজর রাখা, আগাছা পরিস্কার করা, ফুল আসছে কি-না তা দেখা, ফুল এলে সেই শিস আলাদা করে কাটা, পরাগায়ন ঘটানো; ফলন কেমন হচ্ছে, ফলনের পরিমাণ কেমন, ধানের কি রং পরিবর্তিত হচ্ছে, ধান থেকে চাল কেমন, আর সেই চালের ভাতই-বা কেমন খেতে; সেসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে সময় যেতো। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। এলাকার লোকজন তাকে পাগল বলতে শুরু করে। সেই পাগলামির দশ বছর শেষে আমন ধানের নতুন ছয়টি জাত উদ্ভাবন করেছেন খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর গ্রামের কৃষক আরুণি সরকার। এখন চলেছে সেই ধানের প্রচার ও প্রসারের কাজ।

পাগলের কাছে

এক সময়ে পাগল বলা সেই এলাকাবাসী এখন আরুণি উদ্ভাবিত ধানের জাত পেতে মরিয়া। তাঁর এই যাত্রার বছর পাঁচেক পর থেকেই এক, দু'জন করে নতুন জাতের বীজ নিতে শুরু করেন। তারা ভালো ফলনও পান। বিশেষত: তিন বছর আগে এই অঞ্চলে আমন ধানে পোকা লাগে। বলা হয়, কারেন্ট পোকার আক্রমণ। এতে একেবারে ফলন ফলেনি কারও, কিন্তু আরুণীর ধান-বীজ সেক্ষেত্রে ছিল উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তার ধানে পোকা লাগেনি। পাশের ক্ষেতে পোকা লেগে সাফ হয়ে গেলেও আরুণীর আমন জাতের ধানগুলো ছিল খাড়া, দৃঢ়; ফলনও ছিল ভালো। সেই থেকে আরুণির নামে আশে-পাশের এলাকায় হৈ চৈ পড়ে যায়। তাঁর জাতের বীজের চাহিদা বাড়ে। বাড়তি চাহিদা মেটাতে গেল মওসুমে তিনি এক বিঘা জমিতে শুধুমাত্র বীজ-ধানের চাষ করেন। ফলনও ভালো হয়েছিল। কিন্তু একদিন সকাল বেলা দেখেন প্রায় অর্ধেক জমির বীজ ধান চুরি হয়ে গিয়েছে। এলাকায় ধান চুরি হয়? ঘটনাটি ব্যখ্যা দিয়ে আরুণি বলেন, এই চুরির দুটো কারণ হতে পারে। এক, যারা আমার আমন জাতের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ছিল, পাগল বলতো, তারাই লজ্জায় চাইতে না পেরে চুরি করে বীজ সংগ্রহ করেছে; অথবা চাহিদামতো বীজের সরবরাহ দিতে পারবো না ভেবে অত্যুৎসাহীরা চুরি করেছে।'

যেভাবে শুরু

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর গ্রামের আরুণি সরকার। কৃষক পরিবার। বাবার জমির আমন ধান ক্ষেতে অন্যান্যদের সাথে সেই স্কুল জীবন থেকেই যেতেন। এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরে আর লেখাপড়া এগোয়নি। নিজের জমি, অন্যের জমিতেও কাজ করতেন। ২০০৯ সালের দিকে স্থানীয় একটি উন্নয়ন সংগঠন (এনজিও) লোকজ-এর কৃষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। এই সংগঠনটি স্থানীয় জাতের ধান টিকিয়ে রাখতে বীজ সংরক্ষণে জোর দিতো। ২০১০ সালে ওই সংগঠনের হয়ে তিনি পিরোজপুরে একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। সেখানে প্রশিক্ষক ছিলেন ফিলিপাইনের একজন কৃষিবিজ্ঞানী বঙ কায়বং। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে ধানের গাছ, শিস, ধানের পাতা, পাতার রং, ফুল, ফুলসহ শিস কাটা, পরাগায়ন ঘটানো প্রভৃতির উপর প্রশিক্ষণ দেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পরাগায়ন বা সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন জাতের বিকাশ ঘটানো। প্রশিক্ষণ থেকে এসেই আরুণির পাগলামি যাত্রার শুরু।

দশ বছরের পরিক্রমা

দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি বিলুপ্তপ্রায় দেশী আমন ধানের দশটি জাত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় আমন ধানের ১০টি জাতকে মাদার ও ১০টি জাতকে ফাদার করে ইমাসকুলেশন ও পলিনেশনের মাধ্যমে ব্রিডিং করতে থাকেন। অবশেষে তিনি গত বছরের (২০২১) জুলাইয়ে ছয়টি জাতকে সফল বলে দাবি করেন। তার সহযোদ্ধা কৃষকরা এর নামকরণও করেন। পাশাপাশি সরকারের কাছে এর স্বীকৃতির দাবি করেন। নতুন এই ছয় জাতের ধানগুলো হচ্ছে : আলো ধান, লোকজ ধান, আরুণি ধান, গঙ্গা ধান, মৈত্রী ধান ও লক্ষ্মীভোগ ধান। স্থানীয় জাতের জটাই বালাম ও তেইশ বালাম সংকরায়নের ফলে উদ্ভাবিত নতুন ধানের নাম আলো'; একইভাবে সাহেবকচি ও কাঁচড়া সংকরায়নের ফলে উদ্ভাবিত ধানের নাম লোকজ'; চাপশাইল ও কুমড়াগোড় সংকরায়নের ফলে উদ্ভাবিত ধানের নাম আরুণি'; বেনাপোল ও ডাকশাইল সংকরায়নের ফলে উদ্ভাবিত ধানের নাম গঙ্গা'; তেইশ বালাম ও জটাই বালাম সংকরায়নের ফলে উদ্ভাবিত ধানের নাম মৈত্রী' এবং বজ্রমুড়ি ও কুমড়াগোড় সংকরায়নের ফলে উদ্ভাবিত নতুন ধানের নাম লক্ষ্মীভোগ।' আমনের এই নতুন জাতগুলোর মাদার-ফাদার থেকে ফলন বেশি, গাঁথুনি ঘন, শীষ লম্বা ও দুর্যোগসহিষ্ণু। মাদার-ফাদার থেকে তাদের জীবনকাল কমেছে। ফলন বিঘাপ্রতি (৫০ শতক) ২৪ মণ।

কে কি বলছেন

কৃষক দেবজ্যোতি মহালদার বলেন, আরুণির নতুন এই জাতের ধান খুবই ব্যতিক্রম। প্রতি বিঘা জমিতে যেখানে স্থানীয় জাতের আমন ধান সর্বোচ্চ দশ থেকে বারো মণ উৎপাদিত হয়, সেখানে এই নতুন উদ্ভাবিত আমন ধানের ফলন বিঘাপ্রতি ২২ থেকে ২৪ মণ। যা দ্বিগুণেরও বেশী। উপরন্তু এই ধানে কারেন্ট পোকার আক্রমণ হয় না। তেরোদিন একটানা বৃষ্টির পানির তলায় থাকায় অন্যান্য জাতের ধানের গাছ পঁচে গেলেও আরুণির ধানের গাছ পঁচেনি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রোটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক মণিরুল ইসলামের মতে, বটিয়াঘাটার এই কৃষক যে কাজটি করেছেন, আমরা তাকে সংকরায়ন পদ্ধতি বলে থাকি।'

তবে বিরি (বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট)-র একটি প্রতিনিধিদল এসেছিলেন তাঁর ধান ক্ষেতে। তাঁরা বিষয়টিকে ভালোভাবে নেননি। পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ধানের গাছ ছোট-বড় কেন, তাও জানতে চেয়েছেন। একজন বিজ্ঞানীতো (নাম প্রকাশ করা হলো না) ঢাকায় ফিরে আরুণিকে ফোন দিয়ে বলেছেন, আপনি যা করছেন, তাতে আপনার ঘরে বৌ থাকবে না। আর এ কাজে সফল হলেও লোকজ এই কৃতিত্ব আত্মসাত করবে, আপনার কোন কৃতিত্ব থাকবে না।'

স্থিরচিত্ত আরুণি
বিজ্ঞানীদের নিরুৎসাহে আরুণি কষ্ট পেয়েছেন, তবে হতাশ হননি। আরুণি জানান, প্রশিক্ষণকালেই ফিলিপিনো সেই শিক্ষক তাদের বলেছিলেন, এই কাজে কেউ উৎসাহ দেবে না, কিন্তু লেগে থাকলে সাফল্য আসবে। ধানের গাছ ছোট-বড় নেওয়ার ধরণটি পরিকল্পিত উল্লেখ করে তিনি জানান, এতে পোকা লাগে না। এককমাত্রার উচ্চতাসম্পন্ন গাছে পোকা সহজে যেমন আক্রমণ করে, তেমনি বিস্তারও ঘটে। বিজ্ঞানীরা জাত উদ্ভাবনের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তাতে কীটনাশক, সার প্রভৃতি প্রয়োগের একটি ব্যবসায়িক দিক থাকে; কিন্তু এতে তা নেই। প্রচলিত আমন হতে সংকরায়নের ফলে উদ্ভাবিত আমনের এই জাতে পোকা লাগে না; ফলে কীটনাশকের খরচ নেই। সার লাগে না। কিন্তু উফশী (উচ্চফলনশীল) জাতের ধানে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার করতে হয়; ফলে উৎপাদন খরচ বাড়ে।

প্রত্যাশা, তবে
স্থানীয় জাতের আমন ধানে ফলন কম, উফশীতে ফলন বেশী; তাই কৃষক উফশী জাতে আকৃষ্ট হচ্ছে, ধীরে ধীরে স্থানীয় জাতের বিলুপ্তি ঘটছে। এর বিরুদ্ধে আরুণির চেষ্টা এক সফল প্রতিবাদ। তার উদ্ভাবিত জাতগুলোর ফলন প্রতি একরে কমপক্ষে ৪৮ মণ। সার, কীটনাশকের খরচ নেই। ফলে এই জাত টিকে থাকবে। আরুণী চায়, সরকার এর স্বীকৃতি দিক। অবশ্য, বিজ্ঞানীদের উপেক্ষা ও সরকারের স্বীকৃতি না মিললেও আরুণী নতুন জাতের ধান চাষ সম্প্রসারণে এগিয়ে যাবে। একদিন তিনি ওই বিজ্ঞানীকে ফোন করে জানাতে চান, তার বৌ তাঁকে ছেড়ে যায়নি; তিনি সফল হয়েছেন।

সাংবাদিক ও গবেষক। ই-মেইল: gouranga.nandy@gmail.com

করোনাকাল, লোকজ্ঞান ও প্রকৃতির বিজ্ঞান

পাভেল পার্থ

করোনাকালে আবারো স্পষ্ট হয়ে ওঠছে লোকজ্ঞান ও প্রকৃতির শক্তি। কিন্তু অধিপতি পাটাতনে এই জ্ঞানভাষ্য অস্বীকৃতই থেকে যাচ্ছে। কারণ কী? লোকায়ত জ্ঞানের সাথে বিদ্যায়তনিক বাহাদুরির ঐতিহাসিক বিরোধ? নাকি এখনো বড় হয়ে থাকছে নির্দয় শ্রেণিপ্রশ্ন? ঐতিহাসিকভাবেই অসুখ ও মহামারী সামলে গ্রাম-বাংলায় গড়ে ওঠেছে নানা লোকভাষ্য, বিজ্ঞান ও সুরক্ষাবিধি। কলেরা থেকে কালাজ্বর কী বসন্তের সেইসব কাল সামাল দিতে লড়েছিল গণমানুষের বিজ্ঞানশক্তি। অথচ এই করোনারকালে আমরা সেইসব লোকায়ত প্রচেষ্টাগুলোকে একত্র করতে পারিনি। সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন বা ঘরবন্দি এবং লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। করোনা মোকাবেলায় এখনো এই তিনটি বিষয়ই বৈশ্বিকভাবে মানছে সবাই। মহামারী বা কঠিন অসুখ মোকাবেলায় এই পদ্ধতিগুলোই তো ঐতিহাসিকভাবে লোকায়ত জ্ঞানের উদ্ভাবন। এককভাবে কোনো মানুষ বা প্রতিষ্ঠান নয়, এসবের চল শুরু হয়েছিল সামষ্টিকভাবে মানুষের লোকায়ত জীবনের যৌথতায়। এখনো এর টাটকা প্রমাণ বয়ে চলেছে অনেক সমাজ।

মহামারী মোকাবেলার লোকবিজ্ঞান
এই যে বলা হচ্ছে মানুষ লকডাউন মানছে না, সঙ্গনিরোধ করছে না। কিন্তু কারা মানছে না একবার কী তলিয়ে দেখা যায়? দেশের গরিষ্ঠভাগ আদিবাসীরাই কিন্তু মানছে এই লকডাউন ও সঙ্গনিরোধ। এইসব শব্দ অনেক গ্রাম কী পাড়ায় পৌঁছানোর আগে থেকেই নিজেরা এই সুরক্ষাবিধি তৈরি করেছে নিজেদের মত করেই। ব্যক্তি নয়, মহামারী মোকাবেলাকে লোকায়ত জ্ঞানে সামষ্টিক কাজ হিসেবে দেখা হয়। আর লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসাই লোকায়ত চিকিৎসাবিদ্যার প্রধান সূত্র। চাকমা তালিক, মারমা বৈদ্য, মান্দি খামাল কি মণিপুরী মেইবাদের চিকিৎসাবিদ্যা কী গ্রামীণ কবিরাজি সবই লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেয়। অসুস্থ ও আক্রান্তের ইতিহাস, তার পরিবেশ-প্রতিবেশ, সমাজে নানামুখী সম্পর্ক এসব জানতে চায়। আর এই লোকায়ত চিকিৎসায় গুরুত্ব পায় প্রাকৃতিক জিনসম্পদ। একতরফাভাবে 'ভেষজ বা টোটকা চিকিৎসা' নামে এই লোকায়তবিজ্ঞানকে দাবিয়ে রাখলেও সহস্র বছর ধরে এই বিজ্ঞানই দুনিয়াকে দিয়ে চলেছে বেঁচে থাকবার সব অবিস্মরণীয় পথ্য ও জোগান। এই করোনাকালেও অনেক প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানী, চিকিৎসক কী গণমাধ্যম পরামর্শ দিচ্ছে গরম পানি, ভিটামিন সি, আদা, রসুন, কাঁচা হলুদ, নিম, কালোজিরা, আমিষ, গোলমরিচ, লবঙ্গে গ্রহণের মতো নানা লোকবিধির। এইসব কার আবিষ্কার? কার উদ্ভাবন? করোনার মতো লক্ষণে এইসব পথ্য ও সুরক্ষাবিধি তো লোকায়ত চিকিৎসাবিদ্যার নিজস্ব ফসল। তার মানে এই দাঁড়ায় শ্রেণিপ্রশ্নে নিম্নবর্গের হলেও লোকায়ত জ্ঞান অভিজ্ঞতাই এই করোনাকালে বিশ্বের লাখো মানুষের সহায় হচ্ছে। কিন্তু সংকট সামালে নিম্নবর্গের এই জ্ঞানভাষ্য ও বিধির অবিস্মরণীয় অবদানকে আমরা তো এখনো মর্যাদা দিতে শিখিনি। অনৈতিহাসিক করে রাখি এর ভূমিকা।

লোকায়ত লকডাউন
আদিবাসীরা কেন নিজেদের মতো লকডাউন চালু করতে পেরেছে? নতুন অসুখ আর মহামারী থেকে বাঁচতে আদিবাসী সংস্কৃতিতে হাজার বছর ধরেই লকডাউন, আইসোলেশন, সঙ্গনিরোধের চল আছে বলেই এটি এসব সমাজে এতোটা সহজ হচ্ছে। বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকায় ম্রোদের ভেতর অসুখ ও মহামারী থেকে বাঁচার জন্য গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার যে কৃত্য পালিত হতো একসময় তার নাম আংড়ুব। আশেপাশে কোথায় মহামারীর বিস্তার হলে গ্রামের লোকেরা একত্র হয়ে কিছুদিন গ্রামকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রস্তুতি

নিতেন। জংগলের ঝিরি-ছড়া থেকে ভোর বেলা স্নান সেরে তুলে আনা হতো ছোট ছোট পাথর। এইসব পাথরে মহামারী তাড়ানোর মন্ত্র লেখা হতো সুইয়ের আঁচড়ে। গ্রামের সবাই কাপাস তুলোর সূতা দিয়ে গ্রামের চারধারে বাঁধন দিতেন। গ্রামের সকল প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়া হতো। প্রতিটি প্রবেশপথে মাটির তলায় গুঁজে রাখা হতো মন্ত্রপুত পাথর। চলতি করোনাকালেও ম্রোরা আংডুব কৃত্যের মাধ্যমে পুয়াভং বা গ্রাম লকডাউন করেছেন। রাঙামাটি ও বান্দরবানের পাংখোয়া আদিবাসীরাও একসময় বড়ধরণের অসুখ ও মহামারী সামাল দিতে নানা কৃত্য পালন করতো একসময়। ঝিরি থেকে ছোট পাথর সংগ্রহ করা হয় এবং এই পাথরে মহামারীর বিরুদ্ধে মন্ত্র আঁকা হয়। পাংখোয়া ভাষায় এই কৃত্যকে 'লুংতেরঙেট ইন তোয়ালে রিত' বলে। এরপর শুরু হয় গ্রামবন্ধের কাজ। পাংখোয়া ভাষায় একে খোয়া খার বলে। খোয়াখারের সময় ঘরে বহিরাগত কেউ গ্রামে ঢুকতে পারে না, গ্রাম থেকে কেউ বাইরেও যেতে পারে না। এমনকি গ্রামের ভেতরেও যারা থাকে তাদেরও ঘরে প্রবেশের পূর্বে ঘরের সামনে জ্বালানো আগুনে হাত-পা সেঁকে ঘরে ঢুকতে হয়। পাংখোয়া ভাষায় এই রীতিকে বলে 'মেই রাকান'। লকডাউনের মান্দি কৃত্যের নাম দেনমারাংআ, লেঙাম ভাষায় খাং চোনং, চাকমারা বলে আদাম বন গারানা, খাসিরা বলে খাং খারদেপ সোনং, কোচ-বর্মণদের ভেতর গেরামপূজার মাধ্যমে ও ত্রিপুরাদের ভেতর কের পূজার মাধ্যমে গ্রাম লকডাউন করা হয়। কেবল আদিবাসী সমাজ নয়, প্রাচীন আর্য়ুর্বেদ শাস্ত্র কি সংহিতাতে মহামারী নির্মূলে লকডাউন ও সঙ্গনিরোধের কথা উল্লেখ আছে। তার মানে কোনো রোগ বিস্তার ও সংক্রমণ রোধে এই লকডাউন 'বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা' প্রদত্ত কোনো নতুন ধারণা নয়। এটি জনসমাজে প্রচলিত মহামারী সামালের এক লোকায়ত কায়দা, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা যার নাম দিয়েছি 'লকডাউন'।

চেনা পথ্য, জানাশোনা চিকিৎসক

কেবল বহুজাতিক ভ্যাকসিন কী করোনা সামাল দিতে পারে? সমাজের খাদ্যাভাস, স্বাস্থ্যবিধি, জীবনযাপনের ধরণ এবং এমনকি মানুষের জিনগতবৈচিত্র্যও এখানে প্রভাব রাখে। মঙ্গোলিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, তাইওয়ান, মিয়ানমার কিন্তু বেশ যুতসইভাবেই সামাল দিচ্ছে এই সংকট। উত্তর-পূর্ব ভারতেও এর ব্যাপক সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েনি। ঠিক যেমন এখনো বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে সংক্রমণ কম। কিংবা শ্রীলংকা কিভাবে সামাল দিচ্ছে এই করোনাকাল? উল্লিখিত দেশগুলোর খাদ্যসংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যবিধির অনেকখানিই এখনো প্রকৃতিনির্ভর এবং ভেষজপন্থী। মানুষের রোগপ্রতিরোধক্ষমতা তৈরিতে এই প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিশ্চিত ভূমিকা আছে। লোকায়ত স্বাস্থ্যবিধির মূলে আছে পথ্যের সাথে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। কিন্তু আজকের চিকিৎসাদুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করা বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানির শিশি বোতল কী প্যাকেটে কী থাকে আমরা ক'জন তার খোঁজ রাখি? এমনকি গ্রামীণ সমাজের এক একজন অভিজ্ঞ লোকায়ত চিকিৎসক চারধারের মানুষের বেড়ে ওঠার সাথে জড়িত। রোগ নির্ণয় ও লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় তাই রোগীর ইতিহাস ও নির্ঘণ্ট নানাভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তৈরি হয়। কিছু অভিজ্ঞ আদিবাসী লোকায়ত চিকিৎসকের সাথে আলাপ হলে তারা জানান, করোনার লক্ষণের মতো রোগের পথ্য ও বিধি কিছুটা তাদের জানা। মহামারীর মতো এক নির্দয় পরিস্থিতি সামালে আজকে এমন লোকায়ত চিকিৎসাবিদ্যাকেও সামগ্রিক কৌশলে যুক্ত করা জরুরি। এমনকি আর্য়ুবেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানী ও গ্রামীণ কবিরাজিওকে। হয়তো করোনা মোকাবেলার এভাবেই রাষ্ট্রীয় বহুত্ববাদী চিকিৎসার রূপ তৈরি হতে পারে।

অসুখের দর্শন

আদিবাসীসহ গ্রামীণ নিম্নবর্গ মনে করে মানুষের অসুখ হলো প্রকৃতির কোনো যন্ত্রণার নির্দেশনা। বৃক্ষের বর্ষবলয়ে যেমন খরা কী প্লাবণের দাগ থাকে, মানুষের শরীর কী স্মৃতিতেও অসুখের দাগ রয়ে যায়। অসুখ ও মহামারী সম্পর্কিত লোকায়ত কৃত্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এসব কৃত্যে উচ্চারিত প্রার্থনায় কেবল মানুষ নয় চারধারের প্রাণের সুস্থতার প্রার্থনা জানানো হয়। বাঁশের মড়ক যেমন ইঁদুর-বন্যা কী শকুনের অনুপস্থিতি যেমন গরুর অ্যানথ্রাক্স। নির্দয়ভাবে কাটা হলে গাছ, সমূলে বন্যপ্রাণীর বাণিজ্য বিস্তার ঘটলে একসময় মানুষও রেহাই পাবে না। আদিবাসীরা অনেক আগে থেকেই এই হুঁশিয়ারি দুনিয়াকে জানিয়ে আসছিলো। নয়াউদারবাদী দুনিয়া কথা শোনেনি। কেবল করোনা নয়, প্রমাণিত হয়েছে গরিষ্ঠভাগ মহামারীর পেছনে আছে বন্যপ্রাণীর দশাসই বাজার। করোনাকালে আমাদের অসুখের দর্শনটা বদলানো দরকার। প্রকৃতির শরীরেই মানুষের অসুখের চিহ্ন আছে। সেই লক্ষণ বোঝার মতো দক্ষতা ও সাহস তৈরি হোক প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসাবিদ্যায়।

ভোগ নয়, সুরক্ষাই জীবনের নীতি

করোনাকালে দিনাজপুরের সাঁওতাল সমাজ বাহা পরবে পবিত্র জাহেরথানে সম্মিলিত প্রার্থনা করে শালফুল গ্রহণ করেছে। প্রকৃতির কোনো স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ কী রঙ নিম্নবর্গের সমাজে গ্রহণের আগে নতজানু হতে হয়। প্রার্থনা করতে হয়। আর এভাবেই তৈরি হয়েছে সকল লোকায়ত কৃত্য। কোন মাসে, কোন ঋতুতে কি কি বিধিনিষেধ তা এখন কয়জন জানে? আর মানেইবা কতজন? নয়াউদারবাদী জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ কোনো বিধিনিষেধ নেই। এখন সারাবছর বাজারমুখী শস্যফসল মেলে। কোনোকিছু দেখে বোঝার উপায় নেই এটা কোন ঋতু। লোকায়ত জীবনের বীক্ষা ভোগ নয়, সুরক্ষা। প্রাণ ও প্রকৃতির ভেতর সম্পর্ককে বোঝার জন্য একটা জীবনের সাথে আরেকটা জীবনের যোগাযোগ। লোকায়ত জ্ঞান আর প্রকৃতির বিজ্ঞানের এই সুরক্ষানীতিই আজ আমাদের করোনার নিদান থেকে আবারো তরতাজা করে তুলতে পারে। যদি আমরা ভোগকে বাতিল করে নতজানু হই সুরক্ষামিছিলে।

গবেষক ও লেখক। ই-মেইলঃ animistbangla@gmail.com

কৃষি উন্নয়নে নানা কর্মসূচি

লোকজ'র কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প প্রারম্ভ সভা অনুষ্ঠিত

স্থায়ীত্বশীল স্থানীয় কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকজ পরিচালিত কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ৪র্থ ফেজের কাজ বটিয়াঘাটা ও দাকোপ উপজেলায় শুরু হয়েছে। মিজরিও-জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পটির প্রারম্ভ সভা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। লোকজ-এর সহসভাপতি ও খুলনা জেলা পরিষদ সদস্য দিলীপ হালদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প প্রারম্ভিক সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বটিয়াঘাটা উপজেলা চেয়ারম্যান মো: আশরাফুল আলম খান ও বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো: আব্দুল হাই সিদ্দিকী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই গাইন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান চঞ্চলা মণ্ডল, উপজেলা কৃষি অফিসার মো: রবিউল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সঞ্চালনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা সদর ইউপি চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন মণ্ডল, গঙ্গারামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মো: হাদি-উজ-জামান হাদী, আমিরপুর ইউপি চেয়ারম্যান মিলন গোলদার, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার মনিরুল মামুন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার অমিত সমাদ্দার, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী হাসিবুর রহমান, প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রতাপ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ টিকাদার, সাংবাদিক রিংটন মণ্ডল, কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, মো: মনছুর আলী শেখ, আশালতা ঢালী, মো: ফজলুর রহমান লাভলু, আরুণি সরকার, ত্রিপলী মণ্ডল, লোকজ-এর মিলন কান্তি মণ্ডল ও দিপঙ্কর কবিরাজ প্রমুখ:।

প্রকল্পটি বটিয়াঘাটার ৪টি ও দাকোপের ২টি ইউনিয়নে ৪০টি কৃষক দলের নেতৃত্বে সচেতনতা ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে কৃষক পরিবারগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল দেশীয় কৃষি ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা, নিরাপদ কৃষি আন্দোলন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় কৃষক দলগুলোর ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজ করবে।

কৃষক ফেডারেশন-এর কমিটি পুর্নগঠন

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল সভাপতি, বিভাষ মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক,
আরুনি সরকার সাংগঠনিক সম্পাদক এবং তাপস মল্লিক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত

কৃষক দলগুলোর নেতৃত্বে সচেতনতা ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল দেশীয় কৃষি ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করে খাদ্য নিরাপত্তার ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বটিয়াঘাটায় লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। মিজরিও-জার্মানী এবং লোকজ-এর সহযোগিতায় ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ বটিয়াঘাটা কাতিয়ানাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বটিয়াঘাটার চারটি ইউনিয়নের ৩০টি এবং দাকোপ উপজেলার দুটি ইউনিয়নের ১০টি কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন-এর ২য় সম্মেলনে এই কমিটি গঠিত হয়।

বয়ারভাঙ্গা ভাইবোন কৃষক সংগঠনের সভাপতি ও ফেডারেশনের সহসভাপতি আশালতা ঢালীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষক ফেডারেশন-এর সম্মেলনে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, মিলন কান্তি মণ্ডল, দিপংকর কবিরাজ। এসময় প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হেতালবুনিয়া রংধনু কৃষক সংগঠনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, বৃত্তিশলুয়া কৃষক সংগঠনের

সভাপতি বিভাষ মণ্ডল, বুনারাবাদ লাল সবুজ কৃষক সংগঠনের সভাপতি ঠাকুরদাস রায়, বয়ারভাঙ্গা ভাইবোন কৃষক সংগঠনের ক্যাশিয়ার কাকন মল্লিক, নেয়াইলতলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি ফজলুর রহমান লাভলু, আন্ধারিয়া বনফুল কৃষক সংগঠনের সভাপতি অরুণ বিশ্বাস, পশ্চিম হালিয়া সবুজবাংলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি নির্মল কান্তি বিশ্বাস, গঙ্গারামপুর সবুজ কৃষক সংগঠনের ক্যাশিয়ার বন্দনা রায়, দাকোপ পূর্ব সাহেবের আবাদ কৃষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রসেন রায়, গরিয়ারডাংগা দোয়েল কৃষক সংগঠনের সভাপতি অমিরা সরকার, মধ্যদাকোপ স্বর্ণলতা কৃষক সংগঠনের সভাপতি রিতা রপ্তান, দাকোপ টেংরারচক কৃষক সংগঠনের হরিপদ চক্রবর্তী, দক্ষিণ দাকোপ সূর্যেরহাসি কৃষক সংগঠনের শ্রীপদ রায়, উত্তর শ্রীনগর কৃষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্পা বিশ্বাস প্রমুখঃ। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে সভাপতি, বিভাষ মণ্ডলকে সাধারণ সম্পাদক, আরুনি সরকারকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং তাপস মল্লিককে কোষাধ্যক্ষ করে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের কমিটি গঠিত হয়।

লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন নিরাপদ স্থানীয় কৃষির সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটানো, বীজ বিনিময় ও স্থানীয় জাতের সম্প্রসারণ, কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানীর আধিপাত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের সজাগ করা, কৃষিভর্তুকি নিশ্চিতকরণ ও শস্যবীমা চালু, যুগোপযোগী নতুন স্লুইচ গেট স্থাপন এবং উপকূলীয় বেড়িবাঁধ উঁচু ও আধুনিকায়ন, ভরাটকৃত নদী-খাল খনন এবং ইজারা বন্ধ ক'রে সকল মৌসুমে ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, কৃষকদের ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ, ক্রেতা বা ফড়িয়াদের সিন্ডিকেট বিলুপ্ত করা ও সরকারি চাকরিতে কৃষক সন্তানের ৫০% কোটা সংরক্ষণসহ বিভিন্ন দাবীতে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা, সরকারি সুযোগ সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট হওয়া, কৃষি ও সেচ কাজে পানি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কৃষকের নিয়ন্ত্রনে আনা এবং লবণ পানি প্রতিরোধাসহ বীজ, সার ও কীটনাশক প্রতারণার বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণ আদায়ে একযোগে কাজ করবে।

লোকজ ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের যৌথ সংবাদ সম্মেলন

দাকোপ-বটিয়াঘাটাকে তরমুজ কৃষি অর্থনৈতিক জোন ঘোষণার দাবী

খুলনার দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলাকে তরমুজ চাষের জন্য কৃষি অর্থনৈতিক জোন ঘোষণার দাবী জানিয়েছে স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন লোকজ ও মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন। একই সাথে কীটনাশক কম লাগে এমন উচ্চফলনশীল ইনব্রিড বীজ উদ্ভাবন করে বীজের সহজলভ্যতা নিশ্চিত, নদী-খাল লিজমুক্ত ও খনন করে চাষের জন্য সেচের ব্যবস্থা, প্রকৃত তজমুজ চাষীদের তালিকা করে প্রশিক্ষণ প্রদান, অভিজ্ঞ কৃষক ও কৃষিবিদদের নিয়ে কর্মশালার মাধ্যমে তরমুজ চাষের গাইড লাইন তৈরি, প্রকৃত চাষীদের বিনাসুদে ঋণ দেওয়া, সকল ধরণের বীজের ন্যায্য দাম নির্ধারণ ও ন্যায্যমূল্যে যাতে কীটনাশক বিক্রি হয় তার ব্যবস্থা, সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার বিক্রি হচ্ছে কী না তা কঠোরভাবে তদারকি, তরমুজ চাষের আগে মাটি পরীক্ষা ও সার সুপারিশ করার ব্যবস্থা, স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তরমুজ বিক্রির জন্য আড়ত স্থাপন, ঘাট ও ট্রাক ভাড়া নির্ধারণ ও তা কার্যকর হচ্ছে কী না তা তদারকি এবং তরমুজ পরিবহন ও বিপনন ব্যবস্থাকে মধ্যসত্ত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষার দাবী জানানো হয়। ১৪ জুন ২০২২ বটিয়াঘাটা উপজেলার কাতিয়ানাংলা লোকজ সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত দাবীনামা তুলে ধরা হয়েছে। মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিভাষ মণ্ডল। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, কৃষক ফেডারেশন-এর সহসভাপতি দিপ্তী রাণী মল্লিক, সহসাধারণ সম্পাদক ঠাকুরদাস রায়, মো: ফজলুর রহমান লাভলু, লোকজ-এর উপদেষ্টা শংকর রঞ্জন সরকার প্রমুখঃ।

সংবাদ সম্মেলনে তরমুজ চাষ ও বাজারজাতকরণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার দাবী জানিয়ে বক্তারা বলেন, এ বছর খুলনার দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলায় প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমিতে কৃষকরা তরমুজের চাষ করেছিলো। এলাকার ৮০ শতাংশ চাষীর ভালো ফলন হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও বিক্রিত মালের দাম না পাওয়ায় তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। বৈরী আবহাওয়ার কারণে দেরিতে বীজ রোপন, বীজের দাম বেশি, অনেক ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মূল্যের থেকেও বেশি দামে সার ক্রয়, ছত্রাকনাশক-কীটনাশক ও হরমোন জাতীয় ঔষধের লাগামহীন মূল্য, মাটির গুনাগুন সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সেচের পানির অপ্রতুলতা, পরিবহন ও বিপনন ব্যবস্থা মধ্যসত্ত্বভোগীদের অবৈধ নিয়ন্ত্রণে থাকায় কৃষকরা এই ক্ষতিতে পড়েছেন। সর্বশান্ত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন অনেক কৃষক। তরমুজের সঠিক দাম পেলে এই অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুনকরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা যোগ হতে পারতো বলে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হয়।

দাকোপ ও বটিয়াঘাটায় ব্যতিক্রমী গ্রামীণ বীজমেলা

হাইব্রিড নয়; বীজ রাখা যায়, সার-কীটনাষক কম লাগে এমন উচ্চ ফলনশীল ইনব্রিড জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের দাবী

হারিয়ে যওয়া দেশীয় জাতের বীজ বিনিময়, প্রদর্শণী ও বিপননের জন্য ৩০ মার্চ খুলনার বটিয়াটা উপজেলার গঙ্গরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে এবং ২১ মার্চ দাকোপ ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামীণ বীজমেলা ২০২২। এলাকার শতাধীক নারী কৃষক তাদের সংরক্ষিত বীজ নিয়ে লোকজ আয়োজিত মেলা দুটিতে অংশগ্রহণ করেন। ব্যতিক্রমধর্মী মেলা দুটির প্রত্যেকটি স্টলে কমপক্ষে ২৫ থেকে ২৫০ জাত ও প্রজাতির ফলজ, বনজ ও সবজি বীজ প্রদর্শীত হয়। উন্নয়ন সহযোগি মিজরিও জার্মানীর সহযোগিতায় ৪০টি কৃষক সংগঠন মেলা দুটির আয়োজক সহযোগি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। হাইব্রিড নয়; বীজ রাখা যায়, সার-কীটনাশক কম লাগে, এমন উচ্চ ফলনশীল ইনব্রিড জাত উদ্ভাবনের দাবী মেলায় অংশগ্রহণকারী কৃষকরা জানিয়েছেন।

লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সভাপতিত্বে বটিয়াঘাটায় গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে অনুষ্ঠিত মেলা শেষে আলোচনা সভায় অতিথি হিসাবে উপজেলা কৃষি অফিসার মো: রবিউল ইসলাম, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার শামীম আরা নিপা ও গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো: আসলাম হালদার, খগেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজ-এর অধ্যক্ষ নির্মলেন্দু বিশ্বাস, সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বুলু রায় গাঙ্গুলী, ডেইলি স্টার খুলনার রিপোটার দিপংকর রায়, প্রথম আলোর স্টাফ রিপোটার শেখ আল এহসান, ইউপি সদস্য শেখ মো: মোশাররফ হোসেন, উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিত টিকাদার, বীরমুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন মিয়া, ডা. শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক,

শিক্ষক প্রভাষ চন্দ্র রায়, কৃষক ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক বিভাস মণ্ডল প্রমুখ। একটি নির্বাচনী প্যানেলের মাধ্যমে বীজ মেলায় প্রদর্শিত কৃষকদের স্টলগুলোর বীজের সংখ্যা, বীজের বৈচিত্র্যময়তা, বীজের মান এবং বীজ উপস্থাপন কৌশলের উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণকারী নারী কৃষকদের মধ্যে লক্ষী রাণী ঢালী প্রথম, দিশা সরকার দ্বিতীয় এবং শংকরী সরকারকে তৃতীয় নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদানসহ মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল নারী কৃষকদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। স্থানীয় ১৭টি গ্রামের নারী কৃষকরা ব্যতিক্রমধর্মী এই বীজ মেলায় তাদের সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বীজ প্রদর্শন, বিনিময় এবং বিপনন করেছেন।

অন্যদিকে ২১ মার্চ ২০২১ দাকোপ ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে অনুষ্ঠিত অনুরূপ গ্রামীণ বীজমেলা শেষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি দাকোপ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ রায় এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে কামারখোলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পঞ্চানন কুমার মণ্ডল এবং দাকোপ ইউনিয়ন পরিষদ সাবেক চেয়ারমান ও সাহেবের আবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্চয় মোড়ল বক্তব্য রাখেন। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন লোকজ-এর উপদেষ্টা শংকর রঞ্জন সরকার, দাকোপ ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য সুব্রত মণ্ডল এবং কৃষক সঞ্জীব রায় প্রমুখ:। মেলায় অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মধ্যে কালিনগর কৃষক সংগঠনের সঞ্জিব রায় প্রথম, টেংরারচর কৃষক সংগঠনের হরিপদ চক্রবর্তী দ্বিতীয় এবং সিংজোড়া কৃষক সংগঠনের উমাশংকর মণ্ডলকে তৃতীয় নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদানসহ মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল কৃষকদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় কর্মশালা

স্থায়ীত্বশীল স্থানীয় কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বটিয়াঘাটায় লোকজ'র উদ্যোগে প্রাকৃতিক সম্পদে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মিজরিও-জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় ০৯ মার্চ ২০২২ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলার ০৬ ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের কৃষক প্রতিনিধিরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কৃষকদের অংশগ্রহণে বটিয়াঘাটার কাতিয়ানাংলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেব প্রসাদ সরকার ও সমন্বয়কারী পলাশ দাশ।

কর্মশালায় নদী-খাল ভরাট, কৃষিতে মিষ্টি পানি ও মৎস্য আহরণের জন্য নদী-খাল উন্মুক্ত, কোমর-পাটা-নেট-বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে খাল ভরাটকে তরান্বিত, খাস জমি ও খাল অবৈধ দখলদারিত্ব, চাষের জন্য মিষ্টি পানির অভাবসহ বেশকিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। আগামীতে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে উদ্যোক্তরা জানান।

স্থানীয় কৃষির সর্বোত্তম অনুশীলন বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা

বটিয়াঘাটায় লোকজ-এর উদ্যোগে স্থানীয় কৃষির সর্বোত্তম অনুশীলন বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মিজরিও-জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় ২৯ জুন ২০২২ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলার ১৮টি গ্রামের কৃষক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কৃষকদের অংশগ্রহণে বটিয়াঘাটার কাতিয়ানাংলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখেন লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, অ্যাডভাইজার শংকর রঞ্জন সরকার, সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, প্রোগ্রাম অফিসার মিলন কান্তি মণ্ডল ও দীপঙ্কর কবিরাজ। স্থানীয় কৃষির সর্বোত্তম অনুশীলন ও ব্যবহার বিষয়ক তথ্য উপাত্ত তুলে ধরে কর্মশালায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন এলাকার ০৩ জন কৃষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, আশালতা ঢালী ও খোকন রায়।

কৃষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল চুঁই-এর কলম কীভাবে করতে হয়, কলম-এর প্রকার, মাটি তৈরি, রোপন পদ্ধতি, চুঁই-এর কলম রক্ষণাবেক্ষন নিয়ে হাতে কলমে আলোচনা করেন। বয়ারভাঙ্গা এলাকার নারী কৃষক আশালতা ঢালী বস্তায় মেটে আলু চাষ পদ্ধতি এবং কৃষক খোকন রায় স্থানীয় উপদানে জৈব বালাইনাশক তৈরি ও ব্যবহারবিধি নিয়ে আলোচনা করেন। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালার প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনা করেন মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিভাষ মণ্ডল, সহসাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান লাভলু, কৃষক প্রসেনজিৎ জোদ্দার, আরুণি সরকার, নারায়ন মণ্ডল, কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, লক্ষী রাণী মণ্ডল, তন্ময় রায় ও শ্যামলী সরকার প্রমুখ:।

বটিয়াঘাটায় লোকজ-এর গণশুনানী

কৃষি পন্যের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ ও কৃষি সমস্যা সমাধানের দাবী উত্থাপন

খাদ্য অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে দেশের সকল নাগরিকের জন্য জীবিকার নিশ্চয়তা, খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার নিশ্চিত এবং কৃষি পন্যের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ ও স্থানীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের দাবীতে বটিয়াঘাটায় কৃষক গণশুনানী আয়োজন করে লোকজ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি), বাংলাদেশ। ০৫ ডিসেম্বর ২০২১ রবিবার খুলনার বটিয়াঘাটা গঙ্গারামপুর স্টার ইউনিট ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত গণশুনানীতে বটিয়াঘাটা ও দাকোপ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে শতশত কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি অফিসার রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত গণশুনানীতে প্যালেন জুরি বোডের সদস্য ও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ হাফিজুর রহমান, খুলনা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যক্ষ কৃষিবিদ ড. এস এম ফেরদৌস, ডিএই খুলনার সাবেক উপ-পরিচালক পঙ্কজ কান্তি মজুমদার, খুলনা জেলা বীজ প্রত্যয়ণ অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম, বটিয়াঘাটা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রতাপ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ টিকাদার, দি ডেইলি স্টার খুলনা প্রতিনিধি দিপঙ্কর রায়, বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিকী প্রমুখঃ। এ সময় গণশুনানীতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে দৈনিক প্রথম আলো স্টাফ রিপোর্টার শেখ আল এহসান, বাংলাদেশ প্রতিদিন খুলনা প্রতিনিধি মাকসুদ রহমান, ইউপি সদস্য কামরুল শেখ, মহিলা ইউপি সদস্য সেলিনা ইয়াসমিন পলি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিকুঞ্জ বিহারী সরকার, সাংবাদিক রিংটন মণ্ডল, উপসহকারী কৃষি অফিসার মিহির কান্তি বৈরাগী ও বিষাদসিন্দু মণ্ডল প্রমুখঃ। এছাড়া কর্মসূচিতে কৃষক প্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষও অংশগ্রহণ করেন।

গণশুনানীতে এলাকার বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক সমস্যা তুলে ধরেন বটিয়াঘাটা উপজেলা মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, বৃত্তিশলুয়া কৃষক সংগঠনের সভাপতি বিভাস রায়, বুনারাবাদ লাল সবুজ কৃষক সংগঠনের সভাপতি ঠাকুর দাস রায়, আন্ধারিয়া বণফুল কৃষক সংগঠনের সভাপতি অরুণ বিশ্বাস, সবুজ নারী কৃষক সংগঠনের ক্যাশিয়ার বন্দনা রায় এবং দাকোপ উপজেলার কৃষক সংগঠনের প্রতনিধি বিদ্যুৎ ঘরামী।

গণশুনানীতে বক্তারা বলেন, কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রেখে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে কৃষক। সেই কৃষককে বাঁচিয়ে রাখতে কৃষি পণ্যের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং স্থানীয় কৃষিভিত্তিক সমস্যা যেমন, ভরাটকৃত নদী-খাল খননের মাধ্যমে কৃষির জন্য মিষ্টি পানির আঁধার তৈরি, সরকার ঘোষিত কৃষি প্রণোদনা/কৃষি ভর্তুকী কৃষকদের মাঝে বিতরণ, বটিয়াঘাটা ও দাকোপ উপজেলার আংশিক এলাকা তরমুজ জোন ঘোষণা ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান, ক্রেতা বা ফড়িয়াদের সিন্ডিকেট বিলুপ্ত এবং কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে দুতরফা খাজনা আদায় বন্ধ করতে হবে।

ধানের ব্রিডিং প্রশিক্ষণ

ধানের ব্রিডিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এলাকার ১০ জন কৃষককে তাদের ব্রিডিং কার্যক্রমে সহযোগিতা করা হয়েছে। একাধিক ওরিয়েন্টেশনের পর ০৩ ও ০৪ নভেম্বর ২০২১ গঙ্গারামপুর স্টার ইউনিট ক্লাব প্রাঙ্গণে কৃষকদের স্ব স্ব উদ্দেশ্য অনুয়ায়ি ধানের জাত উন্নয়নের জন্য দুই দিনব্যাপী হাতে কলমে ব্রিডিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মধ্যে ২ জন কৃষক বাছাইকৃত ০৪টি জাত থেকে ২টি এবং বাকী ৮ জন কৃষক বাছাইকৃত ২টি জাতকে ফাদার মাদার করে একটি করে ব্রিডিং করেন। প্রশিক্ষণটিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন খুলনা কৃষি প্রশিক্ষণ ইউস্টিটিউটের সাবেক অধ্যক্ষ ড. এস এম ফেরদৌস এবং ব্রিডার কৃষক আরুনি সরকার।

বিশ্ব খাদ্য দিবসে প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণে

কৃষক সমাবেশ ও নারী কৃষকদের দঁড়াটানা প্রতিযোগিতা

জীবিকা, খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নের দাবী

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য জীবিকার নিশ্চয়তা, খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবিতে সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততায় বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি উৎযাপন করেছে লোকজ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি), বাংলাদেশ। ২৪ অক্টোবর ২০২১ খুলনা বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর স্টার ইউনিট ক্লাব মাঠে আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে ছিলো কৃষক সমাবেশ ও নারী কৃষকদের দঁড়াটানা প্রতিযোগিতা।

মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন-এর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান কৃষক নেতা নিতাই গাইন, গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ হাদি-উজ-জামান হাদী, উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইদ্রজিৎ টিকাদার, কর্মসূচি আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিকুঞ্জ বিহারী সরকার, লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, ইউপি সদস্য কামরুল শেখ, মহিলা ইউপি সদস্য সাবিনা ইয়াসমিন পলি, সাংবাদিক রিংটন মণ্ডল, সমাজে সেবক নূর মোহাম্মদ মোল্লা, মোঃ শিমুল গাজী। আয়োজিত কর্মসূচিতে নারী কৃষকদের প্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার হাজারো মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ শেষে ৪টি নারী কৃষক সংগঠনের অংশগ্রহণে দঁড়াটানা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় গঙ্গারামপুর নারী উন্নয়ন কৃষক সংগঠন প্রথম স্থান, মাতুমঙ্গল কৃষক সংগঠন দ্বিতীয় স্থান এবং সবুজ কৃষক সংগঠন তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলগুলোকে ক্রেস্ট এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

ধানের জাত বৈশিষ্ট্য এবং ডকুমেন্টেশন কর্মশালা

কৃষকদরে জন্য ধানের জাত বৈশিষ্ট্য এবং ডকুমেন্টেশন বিষয়ক কর্মশালা ২২ নভেম্বর ২০২১ বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর পিভিএস প্লটের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। লোকজ বাস্তবায়নাধীন এফএলএডিপি প্রকল্পের অধীনে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বটিয়াঘাটা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ১৫টি কৃষক সংগঠনের ১৬ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সহায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কৃষিবিদ সিরাজুল হক।

লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেব প্রসাদ সরকারের সূচনা বক্তব্য এবং পরিচয় পর্ব শেষে সহায়ক সিরাজুল হক বলেন, লোকজ এর অনুপ্রেরনা ও প্রণোদনায় গঙ্গারামপুর গ্রামের কৃষক সংগঠনের সদস্য আরুণি সরকার ধানের ফলন বৃদ্ধি ও সার কীটনাশক কম লাগানোর উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে ক্রস ব্রীডিং করে ১০টি নতুন ধানজাত উদ্ভাবন করেন। ধানগুলো কৃষক ও কৃষি দপ্তর পর্যায়ে চাষ করে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলছে। আরুণি উদ্ভাবিত ১০টি জাতের মধ্যে প্রস্তাবিত ৬টি ধান জাতের বৈশিষ্ট্য ডকুমেন্টেশন করতে নিম্নলিখিত তথ্য ছক আকারে সংগ্রহ করতে বলা হয়। যেমন- ১) গাছের উচ্চতা ২) শীষের দৈর্ঘ্য ৩) জীবনকাল ৪) শীষের গাথুনী ৫) কুশির সংখ্যা ৬) দানার দৈর্ঘ্য ৭) দানার প্রস্থ ৮) চালের আকৃতি ৯) চালের রং ১০) ধানের রং ১১) চালের ঘ্রাণ ১২) গোছায় পুষ্ট ধানের সংখ্যা ১৩) ১০০০ শুকনো ধানের ওজন এবং কৃষকদের পর্যবেক্ষণ মন্তব্য।

অংশগ্রহণকারীরা ৬টি দলে ভাগ হয়ে ক) আরুনী ধান খ) লোকজ ধান গ) লক্ষ্মীভোগ ধান ঘ) মৈত্রী ধান ঙ) গঙ্গা ধান চ) আলো ধানের ট্রায়েল প্লটে নেমে উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহ শেষে কর্মশালায় ফিরে এসে ৬টি দল তাদের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন।

খুলনায় নিরাপদ কৃষি আন্দোলন মঞ্চ নামে সংগঠনের আত্মপ্রাকাশ

নিরাপদ কৃষির আকাঙ্খায় খুলনায় আত্মপ্রকাশ ঘটলো নিরাপদ কৃষি আন্দোলন মঞ্চ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনটি কৃষকের চাষাবাদের স্বাধীনতা, বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষকের বীজের নিরাপত্তা, রাসায়নিক সার এবং বিষমুক্ত সবজি, ফল ও ফসল উৎপাদনে কৃষককে উৎসাহিত করা একই সাথে কৃষক যাতে নিরাপদ সবজি ও ফলের লাভজনক দাম পায়, তার জন্য প্রচারাভিযান পরিচালনা ও নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে কাজ করবে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লোকজ-এর সহযোগিতায় ২১ ডিসেম্বর ২০২১ খুলনা উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি সেমিনার কক্ষে সংগঠনটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি প্রকাশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরাঙ্গ নন্দী। সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা এসকেএমডি বাহ্‌লুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর ড. মনিরুল ইসলাম রিপন, খুলনা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটের সাবেক অধ্যক্ষ ড. এস এম ফেরদৌস, বিশিষ্ট সাংবাদিক আবু তৈয়ব, ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বিচক্ষণ মণ্ডল, এডাব খুলনার সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আযম ডেভিড, লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, দিপ্তী ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক রাফায়েল খান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনার সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম সেলিম, সাংবাদিক আবু হেনা মোস্তফা জামাল পপলু, কৌশিক দে বাপী, ধ্রব-এর নির্বাহী পরিচালক রেখা মারিয়া বৈরাগী, উদীচী খুলনা জেলা সংসদ-এর যুগ্ম আহবায়ক আকবর হোসেন, মোফারসের হোসেন লেনিন, সোয়েব সাকি, মেহেদী হাসান জীম, লোকজ-এর সমন্বয়কারী পলাশ দাশ প্রমুখ:। অনুষ্ঠানে এসকেএমডি বাহ্‌লুল আলমকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সংগঠকরা জানান, গড়ে ওঠা সংগঠনটি সচেতন তরুণদের একটি প্লাটফরম। সংগঠনটি রাজনীতি সচেতন ও দল নিরপেক্ষ থেকে নিরাপদ কৃষির গুরুত্ব নিয়ে কাজ করবে। কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসন রুখতে কৃষকের পাশে থাকবে নিরাপদ কৃষি আন্দোলন মঞ্চ।

প্রাকৃতিক সম্পদে স্থানীয় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মতবিনিময়

প্রাকৃতিক সম্পদে স্থানীয় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপজেলা কৃষক ফেডারেশন, বৃত্তিশলুয়া কৃষক সংগঠন ও লোকজ-এর যৌথ উগ্যোগে এক মতবিনিময় সভা ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ গঙ্গারামপুর বৃত্তিশলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গাণে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় বৃত্তিশলুয়া, ঝড়ভাঙ্গা, মাছালিয়া, বয়ারভাঙ্গা এবং বৃত্তি খলসিবুনিয়া গ্রামের কৃষক, স্থানীয় ইউপি সদস্য এবং এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় গঙ্গারামপুর ৪ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো: মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্যানেল চেয়ারম্যান ও ৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য দুলাল মহালদার, ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য অরুপ রতন গোলদার, লোকজ এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক কাকন মল্লিক, বৃত্তিশলুয়া কৃষক সংগঠনের সভাপতি বিভাষ মণ্ডল, মাছালিয়া গ্রামের কৃষক মো: খলিল হাওলাদার, লোকজ-এর সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, মিলন কান্তি মণ্ডল, দিপংকর কবিরাজ।

সকলের আলোচনার ভিত্তিতে উঠে আসে, এলাকার প্রধান সমস্যা কৃষির জন্য মিস্টি পানির অভাব। বৃত্তি শলুয়া মৌজাতে কোন খাল নেই। সর্বত্ত ব্যক্তি মালিকানা রেকর্ডভূক্ত। খালগুলো ভরাট করে জমিতে পরিনত করা হয়েছে। যার কারণে বিল জলাবদ্ধ ও ফলন কম ফলে। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিার ও এসিল্যান্ড বটিয়াঘাটা এবং জেলা প্রশাসককে যথাযথভাবে অবহিত করা দরকার। প্রতিটি গ্রামে খালের তালিকা করতে হবে। খালের অগ্রাধিকার তালিকা করে খননের জন্য এলাকার মানুষের গণস্বাক্ষর নিয়ে সরকারি দপ্তরে আবেদন করে দাবী জানাতে হবে।

ধানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, স্ক্রীনিং ও ডকুমেন্টশন প্রশিক্ষণ

ধানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, স্ক্রীনিং এবং ডকুমেন্টেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০-২১ নভেম্বর ২০২১ খুলনার বটিয়াঘাটার গঙ্গারামপুর স্টার ইউনিট ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। মিজরিও-জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় কৃষিবিদ সিরাজুল হক ও ব্রিডার কৃষক আরুণি সরকার-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় দাকোপ বটিয়াঘাটার ২৫টি কৃষক সংগঠনের ২৫ জন কৃষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটিতে এলাকা উপযোগী ধানের জাত নির্বাচন পদ্ধতি, ধানের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং স্থান ভেদে বিভিন্ন জমিতে কৃষকের পচ্ছন্দ অনুযায়ী ধানের স্ক্রীনিং ও ডকুমেন্টেশন বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা হয়। বটিয়াঘাটা গঙ্গারামপুর গ্রামের পিভিএস প্লট সংলগ্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেব প্রসাদ সরকার।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সহায়ক সিরাজুল হক স্থানীয় দেশীয় ধান ও উন্নত বিআরআরআই উদ্ভাবিত ধানের তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করে বলেন স্থানীয় দেশীয় ধানের উচ্চতা খাটো লম্বা হয়। গাছ বেশি লম্বা হয়। শিকড় গভীরে যায়। সার কীটনাশক লাগে না বা কম লাগে। রোগ পোকা কম লাগে, খরচ কম, স্বাদ ভাল, দাম বেশি। অন্যদিকে উন্নত 'ব্রি' উদ্ভাবিত ধানের উচ্চতা কম ও খাটো হয়, সার কীটনাশক বেশি লাগে, শিকড় কম গভীরে যায়, রোগ পোকা বেশি লাগে, খরচ বেশি, সংক্রমণ বেশি ছড়ায়, স্বাদ কম, দাম কম। এ সময় ধানের ট্রায়েল এবং ভেরিফিকেশন প্লট সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত কৃষকদের পিভিএস প্লটে সরেজমিনে গিয়ে ধান জাত পছন্দের পরামর্শ দেন। কৃষকগণ প্লটে নেমে বুনারাবাদ গ্রামের তন্ময় রায় 'লোকজ' ধান পছন্দ করেন। তার পর্যবেক্ষণ ৫০ শতক জমিতে এ ধান ২৭-২৮ মণ ফলন হবে। দাকোপ উপজেলার সাহেবের আবাদ গ্রামের প্রসেন রায় 'জামাইনাড়ু' ও 'স্বর্ণা' ধান পছন্দ করেন। সহায়ক বলেন আগামী আমন মৌসুমে এখান থেকে ২০ থেকে ২৫টি জাত নিয়ে ২মিটারX২মিটার প্লটে কোন সার কীটনাশক ছাড়া দেশী+উপসী+হাইব্রীড ধানের পরীক্ষা প্লট করতে পারেন।

এরপর সিরাজুল হক ধানের ডকুমেন্টেশন এর একটি তথ্য ফর্ম উপস্থাপন করেন। ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের বিষয়গুলো হলো: ১) জাতের নাম ২) বীজ বপন তারিখ ৩) রোপন তারিখ ৪) কাটার তারিখ ৫) জীবনকাল ৬) গাছের উচ্চতা ৭) কার্যকরী ৮) গোছায় পুষ্ট দানার সংখ্যা ৯) ১০০০ ধানের ওজন ১০) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।

কৃষি অনুপ্রেরণার গল্প

ভার্মি কম্পোষ্ট ব্যবহারে তরমুজ চাষঃ আগামীর দিশা

তরমুজ চাষে কেঁচো কম্পোষ্ট ব্যবহার করে দারুণভাবে সফল হয়েছেন বুনারাবাদ গ্রামের কৃষক ঠাকুরদাস রায়। বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন সুরখালী ইউনিয়নের অবহেলিত বুনারাবাদ গ্রামের পূর্বমধ্যপাড়ায় শতভাগ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের বসবাস। তাদের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষিকাজ। যে যার মতো চাষাবাদ করেন। তাদের কোনো সংগঠন ছিলো না। লোকজ-এর প্রণোদনায় গড়ে ওঠা অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা নিজেরা একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটির নাম 'লাল সবুজ কৃষক সংগঠন'। নারী-পুরুষ মিলে সংগঠনে সদস্য সংখ্যা ১৭ জন কৃষক। সভাপতি কৃষক ঠাকুরদাস রায়। সংগঠনের অপারপার সদস্যদের নিয়ে নিজের বাড়ীতে ৩০টি তলা পাকা রিং চাড়িতে পঁচা গোবর,

কলাগাছ কুচানো, কাচা কচুরিপানা ও আধাপঁচা পাতা দিয়ে চাড়ি ভরেন। এরপর প্রতিটি চাড়িতে ৬০-৭০টি করে থাইল্যান্ডের কেঁচো ছেড়ে দেন। চাড়িগুলো গাছের তলায় টিনের ছাউনির নীচে আলো-বাতাস চলাফেরা করে এমন জায়গায় সারিবদ্ধভাবে সাঁজিয়ে রাখেন। চাড়ির উপরে হালকা চটদিয়ে ঢেকে দেওয়া এবং যে কোনো অবাঞ্চিত প্রাণি থেকে সুরক্ষার জন্য ঘনফাঁসের নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। দুই মাস নিবিড় পর্যবেক্ষনের পর দেখা যায় চাড়িভর্তি কেঁচো সার। প্রথমে তারা ছোট ছোট গাছে ও লাউকুমড়া লতানো গাছে প্রয়োগ করে অভাবনীয় ভালো ফলাফল পান।

এ বছর সংগঠনের সভাপতি ঠাকুরদাস রায় ব্যক্তিগতভাবে দুই বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ করেন। বীজ বোনার দিন বিশেক পর চার-পাঁচ পাতাসহ ডগা লতানো শুরু করলে দেখা যায় একধরণের পোকায় পাতা খেয়ে ফেলছে এবং পাতা ঝরে পড়ছে। গাছ রুগ্ন হয়ে মারা যাবার উপক্রম। এ সময় তিনি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অন্যের পরামর্শে একবিঘা জমিতে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও নানা ধরণের ঔষধপথ্য ব্যবহার করেন। অন্যদিকে নিজের চিন্তায় বাকী ১ বিঘা জমিতে শুধুমাত্র নিজেদের উৎপাদিত কেঁচো কম্পোষ্ট ব্যবহার করেন। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা তরমুজ গাছ বেঁচে উঠলেও; ভার্মি কম্পোষ্ট ব্যবহৃত ০১ বিঘা জমির তরমুজ গাছের পুষ্টতা ও চেহারা অন্যরকম হয়ে ওঠে। একই ক্ষেতের মধ্যে যেন দুই ক্ষেত! তারপর আর তাকে ফিরে তাঁকাতে হয়নি। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা ৫০ শতকের এক বিঘা জমিতে ১৩ শ'র মত ফল হয়েছে যার ওজন ০৩-০৬ কেজি। অন্যদিকে ভার্মি কম্পোষ্ট বা জৈব সার ব্যবহার করা ০১ বিঘা জমিতে ১৮ শ'র বেশি ফল হয়েছে। যার ওজন ০৪-০৭ কেজি। ভার্মি কম্পোষ্ট ব্যবহারের ফলেই যে তার তরমুজের অতিরিক্ত ফলন এবং তরমুজ গাছ টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করেছে; এলাকার কৃষকরা তা প্রত্যক্ষ করেছে।

চুঁই-এর কলম তৈরি করে মাসে ২৫-৩০ হাজার টাকা আয়

বাড়ীর পরিত্যক্ত গোয়াল ঘরের পাশে ছোট্ট একটি জায়গায় অস্থায়ী শেটে চুঁই-এর কলম তৈরি করে মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করছেন কৃষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশন এর সভাপতি কৃষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; তিনটিতেই সমান পারদর্শী ও অনুশীলনকারী। বাড়ী বটিয়াঘাটা সদর ইউনিয়নের হেতালবুনিয়া গ্রামে। তিনি নিজে রংধনু নামে ২৫ সদস্যের একটি কৃষক সংগঠনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ধান চাষ, সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, মুরগী পালনসহ বিভন্ন বৈচিত্র্যময় কৃষি কাজে ১২ মাস নিয়োজিত আছেন।

এলাকায় আগে মানুষ, তিল চাষ, মুরগী চাষ, চিংড়ী চাষ ও বিগত কয়েকেবছর ধরে তরমুজ চাষ করে লোকসানের মুখে পড়েছেন। তাই তিনি বিকল্প ধারার এই চুঁই কলম তৈরি ও চুঁই চাষের দিকে এগিয়ে এসেছেন। এই চুঁই চাষ সাথী ফসল হিসাবে ঘের বা পুকুর পাড়ে, কলা বাগনে ছায়াযুক্ত স্থানে চাষাবাদ ও কলম উৎপাদনের কাজ করা যায়। বাড়তি জায়গার প্রয়োজন হয় না। চুঁই একটি গুল্মলতা জাতীয় অত্যন্ত উপকারি ফসল। চুঁইঝাল খাওয়ায় বুকের জমানো সর্দি-কাশি, হাপানী কমায়, ঘুম বাড়ে, ব্যাথা নাশক, সর্বোপরী ক্যানসার প্রতিরোধী এবং অত্যন্ত সুস্বাদু মসলা। মাটি কুপিয়ে ঝুর ঝুরে করে জৈব সার দিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হয়। একমাত্র টিএসপি সার বাদে চুঁই অন্য কোনো রাসায়নিক সার সহ্য করতে পারে না। কলম তৈরির জন্য দুই গিট লতা, তিন গিট লতা ও এক গিটের লতাও ব্যবহার করা যায়। প্যাকেট বা মাটিতে কার্টিং রোপনের পূর্বে রুট হরমন ব্যবহার করে অথবা এলোভেরা ভিজানো পানি দ্বারা শোধন করে কাটিং রোপন করতে হয়। এতে শেকড় গজাতে সহায়তা হয়। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রতি মাসে প্রায় হাজার খানেক কলম উৎপাদন করছেন। তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে চুঁই কলম লাগানো বা বিক্রির উপযুক্ত হয়। যদিও সে ইচ্ছা করলে প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচশত কলম প্রস্তুত করতে পারেন। বর্তমানে তিনি ১০ ফুট বাই ১০ ফুট একটি ছোট্ট একটি অস্থায়ী শেটে চুঁই কলম তৈরি ও বিক্রি করে প্রতি মাসে ২৫-৩০ হাজার টাকা আয় করছেন। আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে চুঁই কলম রোপনের উপযুক্ত সময়। অন্যান্য সময়ও কলম রোপন করা যায় তবে পরিচর্যা বেশি লাগে। বেলে দোঁ-আশ মাটি চুঁই চাষের জন্য উপযুক্ত। চুঁই লবণ সহ্য করতে পারে না। উঁচু জমিতে বা ভিটায় যেখানে পানি জমে না সেরকম স্থানে চুঁই ভালো হয়।

কৃষির সর্বোত্তম ব্যবহারঃ বস্তায় মেটে আলু চাষ করছেন আশালতা ঢালী

জমির সর্বোত্তম ব্যবহারকারী নারী কৃষক আশালতা ঢালী। যিনি বটিয়াঘাটার বয়ারভাঙ্গা গ্রামের ভাইবোন কৃষক সংগঠনের সভাপতি। যার বাড়ীর একইঞ্চি জমিও পতিত নাই। খড়িয়া নদীর দক্ষিণপাড়ে বয়ারভাঙ্গা গ্রামের পূর্বপাড়ায় গাছ-গাছালীপূর্ণ দৃষ্টিনন্দন এ বাড়িতে আম-জাম, নারকেল, সুপারী, নিম, মেহগনীসহ বিভিন্ন প্রকার গাছে ভরা। এ বাড়ী সংলগ্ন ঘেরের পাড়ে ঋতুভিত্তিক সকল রকমের শাক-সবজিতে ভরপুর। চাষাবাদের সমস্ত কাজই তিনি নিজ হাতে অত্যান্ত সাজানো গোছানো যত্নসহকারে করেন। পুকুরে মাছ, পাড়ে সবজি, ঘেরে ধান চাষসহ বহু প্রকার ফল গাছে সয়লাব বাড়িটি। এমন অবস্থা যে, বীজ পোতার জায়গা নেই। কিন্তু তিনি এরই মধ্যে বিকল্প চাষাবাদে মরিয়া। বাড়িতে আছে ভার্মি কম্পোষ্ট, আছে গোবর সারও। জোগাড় করেন ৩৬টি ৫০ কেজি ধারণক্ষম প্লাস্টিকের বস্তা। চৈত্র মাসের বিলের জমি থেকে উপরিস্তরের মাটি সংগ্রহ করেন। মাটিটি ঝুরঝুরে করে তাতে গোবর সার মিশিয়ে বস্তা ভর্তি করেন। বস্তার মাটির ৯ ইঞ্চি গভীরে স্থানীয় জাতের গজানো মেটে আলুর বীজ রোপন করেন। বীজ রোপনকৃত বস্তাগুলো স্বযত্নে সুপারি গাছের গোড়ায়, আম গাছের গোড়ায়, নিম গাছের গোড়ায়, মেহগনি গাছের গোড়ায় বা যেখানে যে গাছ সে গাছের গোড়ায় রেখে হালকা সেচ দিতে থাকেন। অল্প দিনের মাথায় বীজ গজিয়ে লতানো শুরু করে। লতাগুলো পুরাতন গাছে জড়িয়ে বেড়ে চলে, তার সাথে চলে আশালতার পরম মমতায় পরিচর্যা। বস্তায় মেটে আলু চাষ মূলত একই জায়গায়, একই সময়ে একাধিক ফসল উৎপাদনের একটি ভালো ব্যবস্থা। আশালতা ঢালী ৩৬টি বস্তায় প্রায় ২০০ কেজি মেটে আলু পাবেন বলে আশা করছেন।

২৭৫ শতকে ৪৫ মন তিলে মুগডাল

সাড়ে পাঁচ বিঘা জমিতে ৪৫ মণ মুগডাল উৎপাদন করেছেন বটিয়াঘাটার মশিয়ারডাংগা গ্রামের নারী কৃষক কামনা রায় আলো। নিরবিচ্ছিন্ন পরিচর্যা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার এই অভূতপূর্ব সাফল্য। মুগ ডাল চাষের জন্য কামনা প্রতি বছর এই জমিটি হারি (ভাড়া) নিয়ে থাকেন।

মাঘ মাসের শেষে ও ফাগুন মাসের প্রথমে জমিতে জো এলে ট্রাক্টরের সাহায্যে তিনবার চাষ দেন। প্রতি বিঘায় ০৬ কেজি করে স্থানীয় জাতের তিলে মুগ ডালের বীজ বপন করেছেন। এরপর একটি চাষ রুটার দিয়ে জমি সমান করেন। এ সময় কোনো সার দেননি। বীজ বপনের একমাস পর চারা চারা ৯ ইঞ্চি মত লম্বা হলে বিঘা প্রতি মাত্র ০৩ কেজি করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করেন। এছাড়া চারা গজানোর এক সপ্তাহ পর একবার এবং তারও এক সপ্তাহ পর আরাকবার ইথার প্লাস ও ভিটামিন ফ্লোরা স্প্রে করেছেন। ডাল গাছ বড় হয়ে উঠলে সন্ধ্যার সময় প্রতি বিঘায় ০৩ কেজি হারে আবার ইউরিয়া ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনোরূপ সেচ দেওয়া হয়নি। রাতের শিশিরে ইউরিয়া গলে গিয়ে গাছে কাজ দিয়েছে। এর বেশি দিলে গাছ ঠিক রাখা সম্ভব ছিলো না। দ্বিতীয় বার সার দেওয়ার পর ১০ দিন অন্তর অন্তর ০৩ বার ১৮ লিটার পানিতে ৩০ গ্রাম ইথার প্লাস এবং ৩০ গ্রাম প্রোটোজিন ভিটামিন মিশিয়ে স্প্রে করা হয়েছে। তারপর তিনি একবারেই ডালের ফল তুলেছেন। আগামী বছরের জন্য ০১ মণ ডাল বীজ হিসাবে রাখার পরও ৪৫ মণের বেশি মুগডাল ঘরে তুলতে পেরেছেন কামনা।

Loving Care for the Oppressed Society- LoCOS

Village: Gangrampur, Post: Katianangla
Upazilla: Batiaghata, District: Khulna
Bangladesh
E-mail: locosdeb@yahoo.com
Web: www.locosbd.org
Cell: +88 01716 704110